তারিখ ....19 MAY 2016..
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৩......

কালের কণ্ঠ

সরকারি স্কুলে ভর্তিতে জেলা প্রশাসকদের চাপ

প্রধান শিক্ষক সম্মেলন আজ

শরীফুল আলম সুমন ▷

দেশের ৯৭ শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীই পড়ালেখা করে বেসরকারি স্কুলে। বাকি ৩ শতাংশ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়। প্রতিবছরই এই স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তিতে প্রচণ্ড চাপে পড়তে হয় শিক্ষকদের। তবে এই চাপ বাইরের কেউ দেন না; দেন স্বয়ং জেলা প্রশাসকসহ অন্য ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা। জেলা প্রশাসকই ভর্তি কমিটির প্রধান। রাজধানীর স্কুলগুলোতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এই কমিটির প্রধান হলেও জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্তা জেলা প্রশাসকরা। তাঁরা চাপ দিয়ে অনেক শিক্ষার্থীকে ভর্তিতে বাধ্য করেন। স্কুলের যেকোনো ধরনের কমিটিতেও জেলা প্রশাসকই প্রধান। ফলে তাঁদের চাপে তটস্থ থাকতে হয় শিক্ষকদের। এ ছাড়া ৩৩৫টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে উপজেলা সদরের ১৩০টি স্কুল চরম শিক্ষক সংকটে ভুগছে। তবে রাজধানী ও জেলা সদরের কোনো স্কুলেই শিক্ষকের কোনো পদ খালি নেই। প্রধান শিক্ষকদের সম্মেলন উপলক্ষে পাঠানো শিক্ষকদের সমস্যা ও মতামত থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। এই চাপ ও সমস্যার সমাধান চেয়েছেন

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

সরকারি স্কুলে ভর্তিতে জেলা প্রশাসকদের

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষকরা।

রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে আজ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে প্রথমবারের মতো সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক সম্মেলন। দিনব্যাপী এই সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। দেশের প্রতিটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা এতে অংশ নেবেন। তাঁরা সমস্যার কথা জানাবেন। আর সমাধানের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন মন্ত্রণালয় ও মাউশি অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা।

মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সরকারি স্কুল-কলেজগুলোর দায়দায়িত্ব আমাদের। তাই আমরা প্রতিবছর একবার এ ধরনের সম্মেলন করার উদ্যোগ নিয়েছি। এতে কাজে গতি আসবে। শিক্ষকদের অনেক সমস্যা আছে, যা তাঁরা সরাসরি মন্ত্রীকে জানাতে পারবেন। তবে সরকারি স্কুলগুলোতে শিক্ষকের সাংঘাতিক সংকট। সহকারী শিক্ষক পদটি দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ায় নতুন বিধিমালা প্রয়োজন। বর্তমানে তা সচিব কমিটিতে পাসের অপেক্ষায় রয়েছে। সেটা পাস হলে পিএসসি শিক্ষক নিয়োগ দেবে।'

সম্মেলন উপলক্ষে চলতি মাসের শুরুতেই সারা দেশের সরকারি স্কুলগুলোর কাছ থেকে সমস্যা ও মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। তাতে ছয়টি মূল সমস্যা চিহ্নিত করেছে মাউশি অধিদপ্তর। সেগুলো হচ্ছে উপজেলা পর্যায়ের ১৩০টি স্কুলে শিক্ষক সংকট তীব্র। জেলা পর্যায়ের স্কুলগুলোতে ভর্তির সময় প্রচণ্ড চাপে পড়তে হয়। উপজেলা পর্যায়ের বেশির ভাগ স্কুলেই সীমানাপ্রাচীর নেই। ফলে নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। প্রধান শিক্ষকদের বাসভবন ব্যবহারের অনুপযোগী। বেশ কিছু স্কুলের জমির একাংশ বেদখল হয়ে গেছে। উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার, কম্পিউটার ল্যাবরেটরি অপ্রতুল।

মাউশি সূত্র জানায়, সরকারি স্কুলে মোট শিক্ষকের ১১ হাজার পদের মধ্যে প্রায় দুই হাজারটি শূন্য। তবে উপজেলা পর্যায়ের স্কুলে এই শূন্যতা বেশি। অনেক শিক্ষকই উপজেলা পর্যায়ে যেতে অনীহা প্রকাশ করেন। আবার কাউকে পাঠানো হলেও তাঁরা জেলা সদরে কোনো পদ শূন্য হলেই ফিরে আসেন। বর্তমানে ৪৩ জন প্রধান শিক্ষক, ২১ জন সহকারী প্রধান শিক্ষক ও এক হাজার ৮৫৪টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

স্কুলের জমি বেদখল হওয়া বিষয়ে জানা যায়, ফরিদপুর জেলা স্কুলের ভেতরেই জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুইমিংপুল বানানোর তোড়জোড় চলছে। ২০১০ সাল থেকেই স্কুলের পুকুরে সুইমিং কার্যক্রম চলছে। নোয়াখালীর সেনবাগ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের জমির একাংশ স্থানীয় একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি দখল করে নিয়েছেন। নওগাঁ কেডি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের জমিতেই শিল্পকলা একাডেমি বানানোর জোর তৎপরতা চলছে। বরিশাল জিলা স্কুলেই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি বিভাগের ক্লাস চলছে। এ ছাড়া কর্মচারী সমিতির দখলেও কিছু জায়গা রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও ধানমণ্ডি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ইনছান আলী গতকাল বলেন, 'সরকারি স্কুলগুলোতে বিশেষ করে ল্যাবরেটরির আধুনিকায়ন প্রয়োজন। ডাবল শিফট স্কুল হওয়ার পরও মাত্র চার-পাঁচটি টয়লেট, যা খুবই সমস্যার সৃষ্টি করছে। এ ছাড়া আগের বেতন স্কেল অনুযায়ী আমরা তিনটি টাইম স্কেল পেয়ে সপ্তম গ্রেড পর্যন্ত যেতে পারতাম। কিন্তু বর্তমান বেতন স্কেল অনুযায়ী অষ্টম গ্রেডেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। সরকারি স্কুলের বিভিন্ন কমিটিতে জেলা প্রশাসককে প্রধান করা হয়েছে। এসব পদে আমরা শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কাউকে চাই। এসব বিষয়ই আমরা তুলে ধরব।'